কলকাতার উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

সি. আর. আর. ২০১৪ সালের ১৬৫০

সহ

২০২৩ সালের সি. আর. এ. এন ২-এর

সি. মোঙ্গল চৌধুরী এবং অন্যান্যরা-

বনাম-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী তাপস ঘোষ
	শ্রী তন্ময় চৌধুরীঃ
৫ ও ৬ নম্বর ও. পি-র জন্য	শ্রী সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ
রাজ্যের জন্য	শ্রীমতী ফারিয়া হোসেন
	শ্রীমতী বৈশালী বসু
শোনা হল "	২৮.০৩.২০২৩, ০৭.০৮.২০২৩
বিচারঃ	**২৫.০৯.২০২৩**

বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, .:-

১. হুগলির বিজ্ঞ সেশন বিচারপতি কর্তৃক ২৪শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে ফৌজদারি আপিল নং-এ প্রদত্ত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ৪৬ এর মাধ্যমে তারিখের রায় এবং আদেশ নিশ্চিত করে

১৩.০৮.২০১৩ তারিখে, ২০০৬ সালের জি. আর. মামলা নং ১৩৯৬-এ হুগলির বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পাস করা হয়েছে যার মাধ্যমে আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৪৪৮-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩-এর অধীনে অপরাধের জন্য তাদের এক বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ৫০০/- টাকা জরিমানা দেওয়ার সাজা দেওয়া হয়েছে, খেলাপি হলে আরও ১৫ দিনের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৪৮-এর অধীনে অপরাধের জন্য তাদের ছয় মাসের জন্য কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং ৫০০/- টাকা জরিমানা দিতে হবে।

২ পরবর্তীকালে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩-এর ধারা ৩২০-এর অধীনে অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করার জন্য যৌথ সমঝোতার আবেদন হিসাবে ২০২৩-এর ২ নং ক্র্যান আবেদন যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

i. বর্তমান আবেদনকারী নং ১ থেকে ৪ এর বিরুদ্ধে আবেদনকারী নং ৫ এর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক মামলাটি শুরু হয়েছিল, যা ২৫.১০.২০০৬ তারিখে হুগলির বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬(৩) ধারার অধীনে মোগরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে, মোগরা থানায় ২০০৬ সালের ১৭৪ নম্বর মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৪২৭/৩২৩/৩২৫/৩৭৯/৩০৭/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে, ২০০৬ সালের জি.আর. নং ১৩৯৬ অনুসারে দায়ের করা হয়েছিল।

ii তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, ১৭.১১.২০০৭ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৪২৭/৩২৩/৩২৫/৩৭৯/৩০৭/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে চার্জ-শিট জমা দেওয়া হয়েছিল ২০০৭ সালের ০৩ তারিখে চার্জশিট হিসাবে।

iii. মামলার প্রসিকিউশন মামলায় দেখা গেছে যে, ০৭.১০.২০০৬ তারিখে সকাল ৯-৯ টা নাগাদ বর্তমান আবেদনকারী নং ১ থেকে ৪ নম্বর আসামিরা কিছু আপত্তিকর অস্ত্র নিয়ে আবেদনকারী নং ৫-এর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং ভবনের প্রথম তলায় অবস্থিত আবেদনকারী নং ৫-এর ঘরে প্রবেশ করে। তারা আবেদনকারী নং ৫-এর সন্তানদের এবং বর্তমান আবেদনকারী নং ১-এর সন্তানদের মধ্যে সকালে সংঘটিত ঝগড়ার ঘটনার বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালায়। আবেদনকারী নং ২ আবেদনকারী নং ৫-এর ছেলের উপর শারীরিক আক্রমণ করে, যার জন্য আবেদনকারী নং ৬-কে কেশোরাম রেয়ন ফ্যাক্টরি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়, সেখান থেকে তাকে চিনসুরার ইম্মাবারা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

iv. মামলা প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে ১১ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল এবং কিছু নথিপত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল, যখন আসামিপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি বা তাদের পক্ষ থেকে কোনও নথিপত্র উপস্থাপন করা হয়নি।

v. বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করার পরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩/৪৪৮ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ১ থেকে ৪ নম্বর আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে সন্তুষ্ট হন।বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারার অধীনে ১ থেকে ৪ নম্বর বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এই অপরাধের জন্য ছয় মাসের কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করতে এবং ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।৫০০/- প্রত্যেককে, খেলাপি হলে আরও ১৯৫ দিনের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারার অধীনে বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে এই অপরাধের জন্য এক বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং প্রত্যেককে ৫০০/- টাকা জরিমানা দিতে হবে, খেলাপি হলে আরও ১৫ দিনের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

vi. ২০০৬ সালের জি.আর. নং ১৩৯৬-এ হুগলির বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১৩.০৮.২০১৩ তারিখের রায় এবং আদেশে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে, বর্তমান আবেদনকারী নং ১ থেকে ৪ হুগলির বিজ্ঞ দায়রা জজের আদালতে আপিল করেন যার ফলে ২০১৩ সালের ৪৬ নং ফৌজদারি আপিলের জন্ম হয়।

vii. বিজ্ঞ সেশন বিচারপতি , হুগলি তার সামনে উপস্থিত উপাদানগুলি বিবেচনা করার পরে এবং আবেদনকারীর পক্ষে ১ থেকে ৪ নম্বর জমা দেওয়ার শুনানি করার পরে এবং প্রসিকিউশনও বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি নিশ্চিত করতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছে, হুগলি ২০০৬ সালের জি. আর. মামলা নং ১৩৯৬-এ ১৩.০৮.২০১৩ তারিখের রায় এবং আদেশ।

viii. আবেদনকারীরা বলেছেন যে ২৪শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখেবিজ্ঞ সেশন বিচারপতি , হুগলি দ্বারা ২০১৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪৬-এ প্রদত্ত রায় এবং আদেশে অসন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট আবেদনকারীরা। ১ থেকে ৪ জন এই মাননীয় আদালতের সামনে বর্তমান পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল যা ২০১৪ সালের ১৬৫০ নং সি. আর. আর-এর জন্ম দেয়।

ix. শুভাকাঙ্ক্ষী এবং কিছু পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর হস্তক্ষেপে, উভয় পক্ষই তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ চিরতরে সমাধানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রতিবেশী হওয়ায় উভয় পরিবারই একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়।

x. আবেদনকারীরা বলেছেন যে একটি ভাল অঙ্গভঙ্গি দেখানোর জন্য এবং একে অপরের সাথে একটি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আবেদনকারী নম্বর ৫ এবং ৬ প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী এবং মামলার অভিযুক্ত শিকার হওয়ায় এই মাননীয় আদালতের সামনে তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় এগিয়ে এসে নিশ্চিত করেছেন যে ১ থেকে ৪ নম্বর আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বর্তমানে তাদের কোনও অভিযোগ নেই।

xi. আবেদনকারীরা বলেছেন যে, এই ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আপোষের কারণে আবেদনকারী নম্বর ৫ এবং ৬ এই মাননীয় আদালতে এই যৌথ আপোষ আবেদন দাখিল করতে এসেছেন যাতে ১ থেকে ৪ নম্বর আবেদনকারীকে সেই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় যার জন্য তারা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, যা পরবর্তীকালেবিজ্ঞ সেশন বিচারপতি , হুগলি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

xii. আবেদনকারীরা বলেছেন যে যদিও আবেদনকারী নং ৬ অভিযুক্ত আহত ভুক্তভোগী অভিযুক্ত ঘটনার সময় নাবালক ছিলেন কিন্তু বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরে তাঁর বাবা আই ই এর মতো একটি সুখী ও সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উভয় পক্ষের অভিপ্রায় উপলব্ধি করেছেন। আবেদনকারী নং ৫ জন এই আবেদন করতে এই মাননীয় আদালতে এসেছিলেন।

xiii. আবেদনকারীরা বলেছেন যে, ১ থেকে ৪ নম্বর আবেদনকারীকেবিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৪৪৮ যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যৌক্তিক অপরাধ এবং উক্ত দিকটি বিবেচনা করে এবং আবেদনকারীর ৫ ও ৬ নম্বর প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী এবং মামলার শিকার হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে, এই মাননীয়া আদালতবিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক আরোপিত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বাতিল করতে পারে যাবিজ্ঞ আপিল কোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

xiv. আবেদনকারীরা বলেছেন যে, ৫ ও ৬ নম্বর আবেদনকারী তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছায় বাধ্য, বাধ্য এবং/অথবা চাপ না নিয়ে এই যৌথ আপোষ আবেদনটি এই মাননীয় আদালতে দায়ের করতে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে এই মাননীয় আদালত উভয় পক্ষের মধ্যে যে যৌথ আপোষ হয়েছে তা রেকর্ড করার জন্য _ রিভিশনাল অ্যাপ্লিকেশনকে অনুমতি দিতে আরও খুশি হতে পারেন।

৩. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"৩২৩. **স্বেচ্ছায় আঘাত করার জন্য শাস্তি।**- ধারা ৩৩৪-এর বিধান ব্যতীত, যে কেউ স্বেচ্ছায় আঘাত করে, তাকে এক বছর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ড, অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

৪. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

> *"৪৪৮. **বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্য শাস্তি।**-যে কেউ বাড়ি-অনধিকার প্রবেশ করলে ' শাস্তি দেওয়া হবে।এমন একটি মেয়াদের জন্য উভয় বর্ণনার কারাবাস যা হতে পারে এক বছর পর্যন্ত বা জরিমানা সহ যা পর্যন্ত হতে পারে এক হাজার টাকা, অথবা উভয়ই।*

৫ ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২০ ধারায় নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"৩২০. অপরাধের চক্রবৃদ্ধি।

(১) টেবিলের পরবর্তী প্রথম দুটি কলামে নির্দিষ্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাগুলির অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ নিম্নলিখিতগুলি উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা যৌগিক হতে পারে। সেই সারণির তৃতীয় কলামঃ-ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির ট্যাবল সেকশন যে ব্যক্তির দ্বারা অপরাধ প্রযোজ্য হতে পারে তাকে ১ ২ ৩ শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি ২৯৮ দিয়ে যুক্ত করা যেতে পারে, যে ব্যক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে ধার্মিক অনুভূতিতে আঘাত করার অভিপ্রায় রয়েছে-যে কোনও ব্যক্তির মতো হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। অনুমান করা হয়। আঘাত করা------ ৩২৩, ৩৩৪ যে ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়। ভুলভাবে সংযত করা বা ৩৪১, ৩৪২ ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তিকে সংযত বা আবদ্ধ করে রেখেছে। আবদ্ধ আক্রমণ বা অপরাধমূলক ব্যবহার ৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮ ব্যক্তি লাঞ্ছিত বা বলপ্রয়োগ করেছে। যাদের কাছে অপরাধমূলক শক্তি ব্যবহার করা হয়। দুষ্টুমি, যখন একমাত্র ক্ষতি ৪২৬, ৪২৭ যার বা ক্ষতি হয়েছে সেই ব্যক্তির ক্ষতি বা ক্ষতি বা ক্ষতি হয়। ব্যক্তিগত ব্যক্তির ক্ষতি। ফৌজদারী অনুপ্রবেশ---------- ৪৪৭ সম্পত্তির দখলে থাকা ব্যক্তিকে অতিক্রম করা হয়েছে৷ হাউস- অনধিকার---------- ৪৪৮ একই রকম। চুক্তির ফৌজদারি লঙ্ঘন ৪৯১ ব্যক্তি যার সাথে পরিষেবার। অপরাধী চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ব্যভিচার---------- ------৮৯৭ নারীর স্বামী। প্রলুব্ধ করা বা নিয়ে যাওয়া বা 498 একই রকম। একজন বিবাহিত মহিলাকে অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে আটক করা। ১ মানহানি, এমন ধারা ৫০০ ব্যতীত ব্যক্তির মানহানি। উপ-ধারা (২) এর অধীনে টেবিলের কলাম ১ এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০০ এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট করা মামলাগুলি।] মুদ্রণ বা খোদাই বিষয়, ৫০১ একই. এটা মানহানিকর হতে জেনে. মুদ্রিত বা খোদাই করা ৫০২ ডিট্টো বিক্রি হয়। মানহানিকর বিষয় সম্বলিত পদার্থ, এটি এই ধরনের বিষয় ধারণ করে জেনেও।

ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির ধারা ১ ২ ৩ উসকানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপমান করা ৫০৪ অপমানিত ব্যক্তি। শান্তি ভঙ্গ, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন ধারা ৫০৬ ব্যতীত ভয় দেখানো ব্যক্তি। যখন অপরাধটি সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়। একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সৃষ্ট আইন ৫০৮ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাস করা হয় যে সে অপরাধ করবে সে ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির শিকার হয়েছিল।

(২) পরবর্তী সারণির প্রথম দুটি কলামে নির্দিষ্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫) ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলি, যে আদালতের সামনে এই ধরনের অপরাধের জন্য কোনও মামলা বিচারাধীন রয়েছে, সেই আদালতের অনুমতি নিয়ে, সেই সারণির তৃতীয় কলামে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা জটিল করা যেতে পারেঃ ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির টেবিল ধারা যার দ্বারা প্রযোজ্য অপরাধটি ৩২৪ দ্বারা স্বেচ্ছায় আঘাত করা ব্যক্তি দ্বারা বিপজ্জনক অস্ত্র বা উপায়ে আঘাত করা হয়। স্বেচ্ছায় গুরুতর ৩২৫ ডিটো আঘাত করা। স্বেচ্ছায় গুরুতর ৩৩৫ ডিটো আঘাত করা। আঘাত করা এবং হঠাৎ গুরুতর উস্কানি দেওয়া। ৩৩৭ একই কাজ করে এত তাড়াহুড়ো করে এবং অবহেলা করে আঘাত করা যাতে মানুষের জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। ৩৩৮ দ্বারা গুরুতর আঘাত করা. এত তাড়াহুড়ো করে এবং অবহেলা করে এমন কোনও কাজ করা যাতে মানুষের জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। একজন ব্যক্তিকে ভুলভাবে আটকে রাখা। তিন দিন বা তার বেশি সময়ের জন্য বন্দী।

ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির ধারা ১ ২ ৩ যার দ্বারা অপরাধ প্রযোজ্য, তাকে অন্যায়ভাবে দশ ৩৪৪ দিনের জন্য আটকে রাখা যেতে পারে. বা আরও বেশি দিন। একজন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে ৩৪৬ দিনের জন্য আটকে রাখা হয় একইভাবে গোপনে। আক্রমণ বা ফৌজদারি বল প্রয়োগ করে ৩৫৪ পর্যন্ত। যে মহিলাকে অপরাধী তার বিনয়ের উপর বল প্রয়োগ করেছিল তাকে অপমান করার অভিপ্রায় নিয়ে মহিলার সাথে গালিগালাজ করা হয়েছিল। ৩৫৭ সালে হামলা বা ফৌজদারি বল প্রয়োগ করা হয়েছিল। একজন ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা বা অন্যায়ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যার কাছে শক্তি জরিমানা করা হয়েছিল। ব্যবহার করা হয়েছিল। চুরি, যেখানে ৩৭৯ এর মূল্য চুরি হওয়া সম্পত্তির মালিক চুরি হয় না. দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি চুরি হয় না। কেরানি বা চাকর ৩৮১ দ্বারা চুরি, একইভাবে।মালিকের দখলে থাকা সম্পত্তি, যেখানে চুরি হওয়া সম্পত্তির মূল্য দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়। অসৎ অপব্যবহার ৪০৩ সম্পত্তির মালিকের অপব্যবহার। অপরাধমূলক আস্থাভঙ্গ, ৪০৬ সম্পত্তির মালিক যেখানে সম্পত্তির মূল্য দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়, সেই সম্পত্তির মালিক একশো পঞ্চাশ টাকা করে দিয়েছেন। অপরাধমূলক আস্থাভঙ্গ, ৪০৭ একইভাবে একজন বাহক, ওয়ারফিঙ্গার ইত্যাদি দ্বারা, যেখানে সম্পত্তির মূল্য দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়। অপরাধমূলক আস্থাভঙ্গ ৪০৮ টাকা দ্বারা। একজন কেরানি বা কর্মচারী, যেখানে সম্পত্তির মূল্য দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়। অসৎভাবে, ৪১১ চুরি হওয়া সম্পত্তির মালিককে গ্রহণ করা, চুরি হয়ে গেছে জেনে. এটি চুরি হয়ে গেছে, যখন চুরি হওয়া সম্পত্তির মূল্য দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না। গোপন ৪১৪ হিসাবে ধরে নেওয়া. অথবা চুরি হওয়া সম্পত্তির নিষ্পত্তি, এটি চুরি হয়েছে জেনে, যেখানে চুরি হওয়া সম্পত্তির মূল্য দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না। প্রতারণা করা। প্রতারিত ব্যক্তি। ৪১৮ জনের মধ্যে প্রতারণা করা। অপরাধীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আইন বা আইনি চুক্তি দ্বারা বাধ্য করা হয়েছিল।

ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির ধারা যার দ্বারা অপরাধ প্রযোজ্য তা চক্রবৃদ্ধি করা যেতে পারে ১ ২ ৩ ছদ্মবেশ দ্বারা প্রতারণা ৪১৯ প্রতারিত ব্যক্তি। প্রতারণা এবং অসাধুভাবে-৪২০ ডিটো।সম্পত্তি সরবরাহ করা বা মূল্যবান সুরক্ষার বিকল্প বা বিকৃতি করা। ৪২১ টিরও বেশি জালিয়াতি অপসারণ ঋণদাতারা যারা সম্পত্তি গোপন করছেন, এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ইত্যাদি, এর মধ্যে বিতরণ রোধ করতে ঋণদাতাদের মধ্যে।

প্রতারণামূলকভাবে ৪২২ ডিটো থেকে বিরত থাকা. তার ঋণদাতাদের জন্য অপরাধীর কারণে ঋণ বা দাবি উপলব্ধ করানো. দলিলের জালিয়াতি সম্পাদন ৪২৩ যে ব্যক্তি হস্তান্তরের সাথে জড়িত ছিল যার মধ্যে মিথ্যা ছিল। জালিয়াতি অপসারণ বা কন-৪২৪ ডিটো। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। পশুর মালিককে হত্যা বা ঘুষি মারার মাধ্যমে দুষ্টুমি-৪২৮। দশ টাকা বা তার বেশি মূল্যের পশুকে মেশানো। হত্যা বা ম্যাট-৪২৯ গবাদি পশুর মালিককে হত্যা বা ম্যাট-৪২৯ দ্বারা দুষ্টুমি করা. যে কোনও বা পশু বা পঞ্চাশ টাকা বা তার বেশি মূল্যের অন্য কোনও পশু। ৪৩০ এর কাজে আঘাতের মাধ্যমে দুষ্টুমি।এমন ব্যক্তি যার কাছে জলসেচ ভুলভাবে ডাইভার্ট করা হয়-ক্ষতি বা ক্ষতি হ 'ল টিং ওয়াটার যখন একমাত্র ক্ষতি হয়. বা ক্ষতি হ' ল কোনও ব্যক্তিগত ব্যক্তির ক্ষতি বা ক্ষতি হয়। বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ ৪৫১ বাড়ির দখলদার ব্যক্তি অপরাধ (চুরি ব্যতীত) কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়। মিথ্যা ব্যবসা বা প্রো-৪৮২ ব্যবহার করে যে ব্যক্তির কাছে ক্ষতি হয় সম্পত্তির চিহ্ন বা আঘাত এই ধরনের ব্যবহারের কারণে হয়। একটি জালিয়াতি ট্রেড বা ৪৮৩ যে ব্যক্তির ট্রেড বা সম্পত্তির চিহ্ন অ্যানোট-প্রপার্টি মার্ক দ্বারা ব্যবহৃত হয়, সে তার বিপরীতে থাকে। ফেইট করা হয়। জেনেশুনে বিক্রি করা হয়, বা এক্সপোট-৪৮৬ ডিটো। বিক্রি করার জন্য বা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, পাল্টা-ফেইট দিয়ে চিহ্নিত পণ্যগুলি গাওয়া বা রাখা হয় সম্পত্তির চিহ্ন। ৪৯৪ সালের মধ্যে আবার বিয়ে করা স্বামী বা স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্ত্রী. যে ব্যক্তি এইভাবে বিবাহিত। ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির ধারা যার দ্বারা অপরাধ প্রযোজ্য সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রবৃদ্ধি করা যেতে পারে-১ ২ ৩ পাবলিক প্রসিকিউটরের অভিযোগের ভিত্তিতে যখন তার সরকারী কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে তার আচরণের ক্ষেত্রে মানহানিকর ব্যক্তি বা উপরাষ্ট্রপতি বা কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল বা কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক বা কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানি. শব্দ বা শব্দ উচ্চারণ করা বা ৫০৯ যে মহিলা অঙ্গভঙ্গি করছিল বা অপমান করার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করছিল বা যার গোপনীয়তাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কোনও উদ্দেশ্য ছিল-কোনও মহিলার শালীনতা বা অসম্মানিত।একজন মহিলার গোপনীয়তার উপর ফাঁকি দেওয়া।

(৩) যখন এই ধারার অধীনে কোনও অপরাধ যৌক্তিক হয়, তখন এই ধরনের অপরাধের প্ররোচনা বা এই ধরনের অপরাধ করার প্রচেষ্টা (যখন এই ধরনের প্রচেষ্টা নিজেই একটি অপরাধ হয়) একই পদ্ধতিতে যৌক্তিক হতে পারে।

(৪) (ক) যখন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যথায় কম- করতে সক্ষম হবেন এই ধারার অধীনে একটি অপরাধ হল বয়সের নিচে আঠারো বছর বয়সী অথবা একজন বোকা বা পাগলাটে, তার পক্ষে চুক্তি করতে সক্ষম যে কোনও ব্যক্তি আদালতের অনুমতি নিয়ে এই ধরনের অপরাধকে আরও জটিল করতে পারেন।

(খ) এই ধারার অধীনে যে ব্যক্তি অন্যথায় কোনও অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করতে সক্ষম হতেন, তিনি যখন মারা যান, তখন এই ধরনের ব্যক্তির আইনি প্রতিনিধি আদালতের সম্মতিতে ১৯০৮ সালের সিউইল প্রসিডিউর কোডে (১৯০৮ সালের ৫) সংজ্ঞায়িত এই ধরনের অপরাধের চক্রবৃদ্ধি করতে পারেন।

(৫) যখন অভিযুক্ত বিচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় বা যখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং একটি আপিল বিচারাধীন থাকে, তখন কোনও রচনা নেই অপরাধের জন্য আদালতের অনুমতি ছাড়াই অনুমতি দেওয়া হবে যা তিনি করেছেন, অথবা, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, যার আগে আপিলের শুনানি হবে।

(৬) ধারা ৪০১-এর অধীনে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাজ করা কোনও উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত যে কোনও ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে চক্রবৃদ্ধি করতে সক্ষম এমন কোনও অপরাধ চক্রবৃদ্ধি করার অনুমতি দিতে পারে।

(৭) কোন অপরাধ চক্রবৃদ্ধি করা হবে না যদি অভিযুক্ত, পূর্ববর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে, এই ধরনের অপরাধের জন্য বর্ধিত শাস্তি বা ভিন্ন ধরনের শাস্তির জন্য দায়বদ্ধ হয়।

(৮) এই ধারার অধীনে একটি অপরাধের গঠন অভিযুক্তের খালাসের প্রভাব ফেলবে যার সাথে অপরাধটি চক্রবৃদ্ধি করা হয়েছে।

(৯) এই ধারা দ্বারা প্রদত্ত ব্যতীত কোনও অপরাধ চক্রবৃদ্ধি করা হবে না।

৬. সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে **(১) জ্ঞান সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যটি! (২) পর্বতভাই আহির আলিয়াস পর্বতভাই ভীমসিংভাই কর্মুর এবং অন্যান্য বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য২ এবং (৩) মদন মোহন অ্যাবট বনাম পাঞ্জাব রাজ্য**- এই মামলাগুলির ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে সেই পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে যেখানে বিরোধগুলি ব্যক্তিগত প্রকৃতির, জনস্বার্থে প্রভাবিত না হয়ে ব্যক্তিগত বিবাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে।

৭. আপোষের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৩ সালের ৪৬ নং ফৌজদারি আপিলে হুগলির বিজ্ঞ অধিবেশন বিচারপতি কর্তৃক ২৪শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ, হুগলির বিজ্ঞ প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১৩.০৮.২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশকে নিশ্চিত করে। ২০০৬ সালের জি. আর. মামলা নং ১৩৯৬-এ আলাদা করে রাখা হয়েছে।

১(২০১২) সুপ্রিম কোর্টের ১০টি মামলা ৩০৩

২ (২০১৭) ৯টি সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৪১

৩ ২০০৮ সিআরআই. এল. জে. ২২৪৩

৮. উভয় পক্ষই তাদের মধ্যে নিষ্পত্তির শর্তাবলী অনুমোদন করবে এবং ২০২৩ সালের সিআরএএন ২-এর আবেদনে যেমন বলা হয়েছে তেমনই বাধ্য থাকবে।

৯। ২০১৪ সালের সিআরআর ১৬৫০ হিসাবে এই ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত। ২০২৩ সালের সিআরএএন ২ সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

১০। খরচ সম্পর্কে কোন অর্ডার নেই।

১১. এই রায়ের অনুলিপিটি প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক এবং সম্মতি।

১২। সমস্ত পক্ষ এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে যথাযথভাবে কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়,.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly